শিয়া মাযহাবের হাদীস থেকে ঃ

১- ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ মানুষ তাদের ইমামকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে হজ্ব মৌসুমে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দেখেন। কিন্তু মানুষ তাকে দেখতে পায় না [১]।

২- আসবাগ বিন নাবাতাহ্ বলেন ঃ আমিরুল মু'মিনিন আলী (আঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাকে চিন্তায় মগ্ন থাকতে দেখলাম তিনি আঙ্গুল মোবারক দিয়ে মাটিতে টোকা দিচ্ছিলেন। বললাম ঃ আপনাকে কেন চিন্তিত লাগছে, আপনি কী দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা রাখেন ?
বললেন ঃ না, আল্লাহ্ সাক্ষী কখনও এই দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা আমার ছিল না বা এখনও নেই। এক জাতকের বিষয়ে চিন্তা করছি যে আমার বংশ থেকে আসবে এবং আমার সন্তানদের মধ্যে একাদ্বশতম ব্যক্তি সে। তার নাম "মাহ্দী"। সে দুনিয়াকে ন্যায় ও আদর্শে ভরে দেবে। তা যতই জুলুম ও অত্যাচারে ডুবে থাকুক না কেন। সে অদৃশ্য অবস্থায় থাকবে যার কারণে একদল ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং অন্য একদল হবে হেদায়ত প্রাপ্ত [২].....

৩- ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কাছে খবর পৌছায় যে জামানার ইমাম অদৃশ্যে আছেন তবে তাঁর এই অদৃশ্য হওয়ার খবরটিকে অস্বীকার করবে না[৩]।

৪- তিনি আরও বলেছেন ঃ কায়েম (ইমাম মাহ্দী) দুইটি অদৃশ্যতে থাকবে যার একটি সল্প মেয়াদী এবং অন্যটি দীর্ঘ মেয়াদী। সল্প মেয়াদী অদৃশ্যতে তাঁর প্রকৃত অনুসারী ছাড়া তাকে কেউ দেখতে পাবে না এবং দীর্ঘ মেয়াদী অদৃশ্যতে তাঁর অতি নিকটের লোকেরা ছাড়া অন্য কেউ তাঁর ব্যাপারে জানতে পারবে না[৪]।

৫- তিনি আরও বলেছেন ঃ কায়েম (ইমাম মাহ্দী) এমন সময় কিয়াম করবে যখন তার প্রতি কেউ চুক্তিতে আবদ্ধ নয় বা কেউ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেনি[৫]।

৬- নবী করিম (সঃ) বলেছেন ঃ কায়েম (ইমাম মাহ্দী) আমার সন্তান, তার নাম ও ডাম নাম আমার নাম ও ডাম নামের অনুরূপ। দেখতেও অবিকল আমার মত। শরীরের গড়ন ও গঠন আমার মতই। তার সুন্নতই হচ্ছে আমার সুন্নত। মানুষদেরকে আমার দ্বীন ও শরিয়তের এবং আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি দাওয়াত দেবে। যারা তাকে অনুসরণ করবে তারা আমাকে অনুসরণ করলো এবং যারা তাঁর সাথে বিরোধীতা করবে তারা আমার সাথে বিরোধীতা করলো। আর যারা তাঁর অদৃশ্য থাকাকে অস্বীকার করবে তারা আমাকে অস্বীকার করলো [৬]।

৭- ইমাম যয়নুল আবেদ্বীন (আঃ) বলেছেন ঃ আমাদের ক্বায়েমের (ইমাম মাহ্দী) সাথে বিভিন্ন নবীদের মিল রয়েছে। যেমন মিল রয়েছে নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা, আইয়ুব ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সাথে। নূহ নবীর সাথে বয়সের দিক দিয়ে। ইব্রাহীম নবীর সাথে গোপনে ভুমিষ্ট হওয়া ও মানুষের থেকে দুরে থাকা। মুসা নবীর সাথে অদৃশ্য থাকা ও

---

[১] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৩৭।
[২] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৩৮।
[৩] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৩৮।
[৪] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৪০।
[৫] উসুলে কাফি, খন্ড- ১, পৃঃ- ৩৪২।
[৬] আ'য়ালামুল ওয়ারী, পৃঃ- ৪২৫।

জীবন নাশের ভয়ের ব্যাপারে। ঈসা নবীর সাথে মানুষ যেভাবে তার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছিল সে দিক দিয়ে। আইয়ুব নবীর সাথে যেমন তার দুঃখ-বেদনা উদ্বেগ লাঘব হয়ে কার্যোদ্ধারের পথ সুগম হয়েছিল। নবী করিম (সাঃ)-এর সাথে তার মত তলোয়ার হাতে ক্বিয়াম করা [৭]।

৮- ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ এরূপ যে শেষ জামানার ইমাম অদৃশ্যে থাকবে। ঐ সময় আল্লাহ্‌র বান্দারা অবশ্যই যেন তাকওয়া (পরহিযগারীতার) উপর দৃঢ় থাকে ও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আকড়ে থাকে [৮]।

৯- তিনি আরও বলেছেন ঃ মানুষের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন তাদের ইমাম তাদের চোখের অন্তরালে (অদৃশ্যে) থাকবে ।
যুরারে বলেন ঃ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঐ সময় মানুষের দায়িত্ব বা করণীয় কী?
বললেন ঃ যা কিছু তাদেরকে আগেই বলা হয়েছে বা তাদের কাছে আগেই পৌছেছে (অর্থাৎ দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস ও তার দেয়া আদেশ-নির্দেশের) তা জামানার ইমাম আবির্ভাব করা পর্যন্ত মেনে চলা [৯]।

১০- তিনি আরও বলেছেন ঃ এই ঘটনাটি (ইমামের আবির্ভাব ও তার ক্বিয়াম করা) এই সময় সংঘটিত হবে। যখন সব ধরনের মানুষ বা সংঘ মানুষের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করার কাজ শেষ করবে। যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে আমরাও ন্যায় ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতাম বা তার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতাম। অবশেষে ক্বায়েম (ইমাম মাহ্‌দী) ন্যায় ও আদর্শের পক্ষে ক্বিয়াম করবেন [১০]।

---

[৭] কামালুদ্দিন, পৃঃ- ৩২২, ৩১ তম অধ্যায়, হাদিস- ৩।
[৮] কামালুদ্দিন, পৃঃ- ৩২২, ৩৩ তম অধ্যায়, হাদিস- ২৫।
[৯] কামালুদ্দিন, পৃঃ- ৩৫০, ৩৩ তম অধ্যায়, হাদীস- ৪৪।
[১০] ইসবাতুল হুদাত, খন্ড- ৭, পৃঃ- ৪২৭-৪২৮।